চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

বিদর্ভের কুশ, ক্রথ এবং রোমপাদ নামক তিন পুত্র। এই তিনের মধ্যে রোমপাদ থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বভ্রু, কৃতি, উশিক, চেদি এবং চৈদ্য আদি নৃপতিদের উৎপত্তি হয়। বিদর্ভের পুত্র ক্রথের কুন্তি নামক পুত্র থেকে বৃষ্ণি, নির্বৃতি, দশার্হ, ব্যোম, জীমূত, বিকৃতি, ভীমরথ, নবরথ, দশরথ, শকুনি, করম্ভি, দেবরাত, দেবক্ষত্র, মধু, কুরুবশ, অনু, পুরুহোত্র, অয়ু এবং সাত্বতের জন্ম হয়। সাত্বতের সাত পুত্রের অন্যতম দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। সাত্বতের অন্য আর এক পুত্র মহাভোজ থেকে ভোজবংশের উৎপত্তি হয়। সাত্বতের আর এক পুত্র বৃষ্ণির যুধাজিৎ নামক পুত্র থেকে অনমিত্র ও শিনির জন্ম হয়, অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন এবং অপর এক শিনি। শিনি থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সত্যক, যুযুধান, জয়, কুণি ও যুগন্ধরের জন্ম হয়। অনমিত্রের বৃষ্ণি নামক আর এক পুত্র ছিল। বৃষ্ণি থেকে শ্বফল্ক এবং শ্বফল্ক থেকে অক্রুর ও অন্য বারোটি পুত্রের জন্ম হয়। অক্রূরের দেববান্ ও উপদেব নামে দুই পুত্র ছিল। কুকুর নামক অন্ধকের পুত্র থেকে বংশ-পরম্পরাক্রমে বহ্নি, বিলোমা, কপোতরোমা, অনু, অন্ধক, দুন্দুভি, অবিদ্যোত, পুনর্বসু এবং আহুকের জন্ম হয়। আহুকের দেবক এবং উগ্রসেন নামক দুই পুত্র। দেবকের দেববান্, উপদেব, সুদেব এবং দেববর্ধন নামক চারটি পুত্র এবং ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী নাম্নী সাতটি কন্যার জন্ম হয়। বসুদেব দেবকের সেই সাতটি কন্যাকেই বিবাহ করেন। উগ্রসেনের কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি ও তুষ্টিমান্ নামক নয় পুত্র এবং কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ এবং রাষ্ট্রপালিকা নাম্নী পাঁচটি কন্যা ছিল। বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা উগ্রসেনের সেই কন্যাদের সকলকে বিবাহ করেন।

চিত্ররথের পুত্র বিদূরথের শূর নামক এক পুত্র ছিল। শূরের দশটি পুত্রের মধ্যে বসুদেব ছিলেন মুখ্য। শূর তাঁর পাঁচটি কন্যার মধ্যে পৃথা নাম্নী কন্যাকে তাঁর সখা কুন্তিকে প্রদান করেন, তাই পৃথার আর একটি নাম হয় কুন্তী। তিনি কুমারী অবস্থায় কর্ণ নামক এক পুত্র প্রসব করেছিলেন, কিন্তু পরে পাণ্ডু সেই কুন্তীর পাণিগ্রহণ করেন।

বৃদ্ধশর্মা বিবাহ করেন শূরের কন্যা শ্রুতদেবাকে, এবং তাঁর গর্ভে দন্তবক্রের জন্ম হয়। ধৃষ্টকেতু বিবাহ করেন শূরের কন্যা শ্রুতকীর্তিকে এবং তাঁর পাঁচটি পুত্র হয়। শূরের কন্যা রাজাধিদেবীকে জয়সেন বিবাহ করেন এবং চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন। শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপালের জন্ম হয়।

দেবভাগের পত্নী কংসার গর্ভে চিত্রকেতু এবং বৃহদ্বলের জন্ম হয়। দেবশ্রবার পত্নী কংসাবতীর গর্ভে সুবীর এবং ইষুমানের জন্ম হয়। কঙ্কের ঔরসে কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ এবং পুরুজিতের জন্ম হয়। সৃঞ্জয় থেকে রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ এবং দুর্মর্ষণের জন্ম হয়। শ্যামক থেকে শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ এবং হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। বৎসক থেকে মিশ্রকেশীর গর্ভে বৃকের জন্ম হয়। বৃকের তক্ষ, পুষ্কর এবং শাল এই তিন পুত্র। সমীক থেকে সুমিত্র এবং অর্জুনপালের জন্ম হয়। আনক থেকে ঋতধামা এবং জয়ের জন্ম হয়।

বসুদেবের অনেক পত্নীর মধ্যে দেবকী এবং রোহিণী ছিলেন প্রধানা। রোহিণীর গর্ভে বলদেবের জন্ম হয়, আর তা ছাড়া গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃত আদি পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের অন্যান্য অনেক পত্নীর অনেক সন্তান-সন্ততি হয়েছিল । তাঁর দেবকী নাম্নী পত্নীর গর্ভে ভগবান অষ্টম পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে অসুরদের ভার থেকে পৃথিবী উদ্ধার করেন। ভগবান বাসুদেবের মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তস্যাং বিদর্ভোঽজনয়ৎ পুত্রৌ নাম্না কুশক্রথৌ ।
তৃতীয়ং রোমপাদং চ বিদর্ভকুলনন্দনম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তস্যাম্**—সেই কন্যাতে; **বিদর্ভঃ**—শৈব্যার বিদর্ভ নামক পুত্র; **অজনয়ৎ**—জন্মদান করেছিলেন; **পুত্রৌ**—দুই পুত্র; **নাম্না**—নামক; **কুশ-ক্রথৌ**—কুশ এবং ক্রথ; **তৃতীয়ম্**—এবং তৃতীয় পুত্র; **রোমপাদম্ চ**—রোমপাদ ও; **বিদর্ভ-কুল-নন্দনম্**—বিদর্ভ-বংশের প্রিয়।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—বিদর্ভ তাঁর পিতা কর্তৃক পুত্রবধূরূপে অঙ্গীকৃত কন্যার গর্ভে কুশ, ক্রথ এবং রোমপাদ নামক তিনটি পুত্র উৎপাদন করেন। রোমপাদ বিদর্ভকুলের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

শ্লোক ২

রোমপাদসুতো বভ্রুর্বভ্রোঃ কৃতিরজায়ত ।
উশিকস্তৎসুতস্তস্মাচ্চেদিশ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ॥ ২ ॥

রোমপাদ-সুতঃ—রোমপাদের পুত্র; **বভ্রুঃ**—বভ্রু; **বভ্রোঃ**—বভ্রু থেকে; **কৃতিঃ**—কৃতি; **অজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **উশিকঃ**—উশিক; **তৎ-সুতঃ**—কৃতির পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (উশিক) থেকে; **চেদিঃ**—চেদি; **চৈদ্য**—চৈদ্য (দমঘোষ); **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্য; **নৃপাঃ**—নৃপতিগণ।

অনুবাদ

রোমপাদের পুত্র বভ্রু। বভ্রু থেকে কৃতি নামক পুত্রের জন্ম হয়। কৃতির পুত্র উশিক এবং উশিকের পুত্র চেদি। চেদি থেকে চৈদ্যাদি নৃপতিদের জন্ম হয়।

শ্লোক ৩-৪

ক্রথস্য কুন্তিঃ পুত্রোঽভূদ্ বৃষ্ণিস্তস্যাথ নির্বৃতিঃ ।
ততো দশার্হো নাম্নাভূৎ তস্য ব্যোমঃ সুতস্ততঃ ॥ ৩ ॥
জীমূতো বিকৃতিস্তস্য যস্য ভীমরথঃ সুতঃ ।
ততো নবরথঃ পুত্রো জাতো দশরথস্ততঃ ॥ ৪ ॥

ক্রথস্য—ক্রথের; **কুন্তিঃ**—কুন্তি; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **বৃষ্ণিঃ**—বৃষ্ণি; **তস্য**—তাঁর; **অথ**—তারপর; **নির্বৃতিঃ**—নির্বৃতি; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **দশার্হঃ**—দশার্হ; **নাম্না**—নামক; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তস্য**—তাঁর; **ব্যোমঃ**—ব্যোম ; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **জীমূতঃ**—জীমূত; **বিকৃতিঃ**—বিকৃতি; **তস্য**—তাঁর (জীমূতের পুত্র); **যস্য**—যাঁর (বিকৃতির); **ভীমরথঃ**—ভীমরথ; **সুতঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তাঁর (ভীমরথ) থেকে; **নবরথঃ**—নবরথ; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **দশরথঃ**—দশরথ; **ততঃ**—তাঁর থেকে।

অনুবাদ

ক্রথের পুত্র কুন্তি; কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি; বৃষ্ণির পুত্র নির্বৃতি, এবং নির্বৃতির পুত্র দশার্হ। দশার্হ থেকে ব্যোম; ব্যোম থেকে জীমূত; জীমূত থেকে বিকৃতি; বিকৃতি থেকে ভীমরথ; ভীমরথ থেকে নবরথ; এবং নবরথ থেকে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৫

করম্ভিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাত্মজঃ ।
দেবক্ষত্রস্ততস্তস্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ ॥ ৫ ॥

করম্ভিঃ—করম্ভি; **শকুনেঃ**—শকুনি থেকে; **পুত্রঃ**—পুত্র; **দেবরাতঃ**—দেবরাত; **তৎ-আত্মজঃ**—তাঁর (করম্ভির) পুত্র; **দেবক্ষত্রঃ**—দেবক্ষত্র; **ততঃ**—তারপর; **তস্য**—তাঁর (দেবক্ষত্রের); **মধুঃ**—মধু; **কুরুবশাৎ**—মধুর পুত্র কুরুবশ থেকে; **অনুঃ**—অনু।

অনুবাদ

দশরথ থেকে শকুনির জন্ম হয়, এবং শকুনির পুত্র করম্ভি। করম্ভির পুত্র দেবরাত এবং দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র। দেবক্ষত্রের পুত্র মধু এবং তাঁর পুত্র কুরুবশ। কুরুবশ থেকে অনু নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৬-৮

পুরুহোত্রস্ত্বনোঃ পুত্রস্তস্যায়ুঃ সাত্বতস্ততঃ ।
ভজমানো ভজির্দিব্যো বৃষ্ণির্দেবাবৃধোঽন্ধকঃ ॥ ৬ ॥
সাত্বতস্য সুতাঃ সপ্ত মহাভোজশ্চ মারিষ ।
ভজমানস্য নিম্লোচিঃ কিঙ্কণো ধৃষ্টিরেব চ ॥ ৭ ॥
একস্যামাত্মজাঃ পত্ন্যামন্যস্যাং চ ত্রয়ঃ সুতাঃ ।
শতাজিচ্চ সহস্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভো ॥ ৮ ॥

পুরুহোত্রঃ—পুরুহোত্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অনোঃ**—অনুর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর (পুরুহোত্রের); **অয়ুঃ**—অয়ু; **সাত্বতঃ**—সাত্বত; **ততঃ**—তাঁর (অয়ু) থেকে; **ভজমানঃ**—ভজমান; **ভজিঃ**—ভজি; **দিব্যঃ**—দিব্য; **বৃষ্ণিঃ**—বৃষ্ণি; **দেবাবৃধঃ**—দেবাবৃধ; **অন্ধকঃ**—অন্ধক; **সাত্বতস্য**—সাত্বতের; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **সপ্ত**—সাত; **মহাভোজঃ চ**—এবং মহাভোজ; **মারিষ**—হে মহারাজ; **ভজমানস্য**—ভজমানের; **নিম্লোচিঃ**—নিম্লোচি; **কিঙ্কণঃ**—কিঙ্কণ; **ধৃষ্টিঃ**—ধৃষ্টি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **একস্যাম্**—তাঁর এক পত্নী থেকে জাত; **আত্মজাঃ**—পুত্রগণ; **পত্ন্যাম্**—পত্নীর দ্বারা; **অন্যস্যাম্**—অন্য; **চ**—ও; **ত্রয়ঃ**—তিন; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **শতাজিৎ**—শতাজিৎ; **চ**—ও; **সহস্রাজিৎ**—সহস্রাজিৎ; **অযুতাজিৎ**—অযুতাজিৎ; **ইতি**—এই প্রকার; **প্রভো**—হে রাজন্।

অনুবাদ

অনুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র অয়ু, এবং অয়ুর পুত্র সাত্বত জন্মগ্রহণ করেন। হে মহান আর্য নৃপতি! সাত্বতের ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেবাবৃধ, অন্ধক, এবং মহাভোজ নামক সাতটি পুত্র ছিল। ভজমানের এক পত্নীর গর্ভে নিম্লোচি, কিঙ্কণ এবং ধৃষ্টি—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়, এবং অপর পত্নীর গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৯

বভ্রুর্দেবাবৃধসুতস্তয়োঃ শ্লোকৌ পঠন্ত্যমূ ।
যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথান্তিকাৎ ॥ ৯ ॥

বভ্রুঃ—বভ্রু; **দেবাবৃধ**—দেবাবৃধের; **সুতঃ**—পুত্র; **তয়োঃ**—তাঁদের; **শ্লোকৌ**—দুটি শ্লোক; **পঠন্তি**—বৃদ্ধগণ কীর্তন করেন; **অমূ**—সেগুলি; **যথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শৃণুমঃ**—আমরা শুনেছি; **দূরাৎ**—দূর থেকে; **সম্পশ্যামঃ**—প্রকৃতপক্ষে দর্শন করছি; **তথা**—তেমনই; **অন্তিকাৎ**—বর্তমানেও।

অনুবাদ

দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। দেবাবৃধ এবং বভ্রুর মাহাত্ম্যসূচক দুটি বিখ্যাত শ্লোক রয়েছে, যেগুলি আমাদের পূর্বপুরুষগণ কীর্তন করেছেন, এবং দূর থেকে আমরাও শ্রবণ করেছি। এমন কি, এখনও তাঁদের মাহাত্ম্যসূচক সেই শ্লোকগুলি আমরা শ্রবণ করি (কারণ পূর্বে আমরা যা শ্রবণ করেছি তা এখনও কীর্তিত হচ্ছে)।

শ্লোক ১০-১১

বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ ।
পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চাষ্ট চ ॥ ১০ ॥
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি ।
মহাভোজোঽতিধর্মাত্মা ভোজা আসংস্তদন্বয়ে ॥ ১১ ॥

বভ্রুঃ—রাজা বভ্রু; **শ্রেষ্ঠঃ**—সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **মনুষ্যাণাম্**—সমস্ত মানুষদের মধ্যে; **দেবৈঃ**—দেবতাগণ সহ; **দেবাবৃধঃ**—রাজা দেবাবৃধ; **সমঃ**—

সমতুল্য; **পুরুষাঃ**—পুরুষগণ; **পঞ্চ-ষষ্টিঃ**—পঁয়ষট্টি; **চ**—ও; **ষট্-সহস্রাণি**—ছয় হাজার; **চ**—ও; **অষ্ট**—আট হাজার; **চ**—ও; **যে**—যাঁরা; **অমৃতত্বম্**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত; **অনুপ্রাপ্তাঃ**—লাভ করেছিলেন; **বভ্রোঃ**—বভ্রুর সঙ্গ প্রভাবে; **দেবাবৃধাৎ**—এবং দেবাবৃধের সঙ্গ প্রভাবে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **মহাভোজঃ**—রাজা মহাভোজ; **অতি-ধর্মাত্মা**—অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ; **ভোজাঃ**—ভোজ নামক রাজাগণ; **আসন্**—ছিলেন; **তৎ-অন্বয়ে**—তাঁর (মহাভোজের) বংশে।

অনুবাদ

"অতএব মানুষদের মধ্যে বভ্রু শ্রেষ্ঠ, এবং দেবাবৃধ দেবতাদের সমতুল্য। বভ্রু এবং দেবাবৃধের সঙ্গ প্রভাবে তাঁদের বংশের চোদ্দ হাজার পঁয়ষট্টি পুরুষ মুক্তিলাভ করেছিলেন।" অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ রাজা মহাভোজের বংশে ভোজ রাজাগণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ১২

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রঃ পুত্রোঽভূদ্ যুধাজিচ্চ পরন্তপ ।
শিনিস্তস্যানমিত্রশ্চ নিঘ্নোঽভূদনমিত্রতঃ ॥ ১২ ॥

বৃষ্ণেঃ—সাত্বতের পুত্র বৃষ্ণির; **সুমিত্রঃ**—সুমিত্র; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **যুধাজিৎ**—যুধাজিৎ; **চ**—ও; **পরন্তপ**—হে শত্রুদমনকারী রাজা; **শিনিঃ**—শিনি; **তস্য**—তাঁর; **অনমিত্রঃ**—অনমিত্র; **চ**—এবং; **নিঘ্নঃ**—নিঘ্ন; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **অনমিত্রতঃ**—অনমিত্র থেকে।

অনুবাদ

হে পরন্তপ মহারাজ পরীক্ষিৎ! বৃষ্ণির পুত্র সুমিত্র এবং যুধাজিৎ। যুধাজিৎ থেকে শিনি এবং অনমিত্রের জন্ম হয়, এবং অনমিত্র থেকে নিঘ্ন নামক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৩

সত্রাজিতঃ প্রসেনশ্চ নিঘ্নস্যাথাসতুঃ সুতৌ ।
অনমিত্রসুতো যোঽন্যঃ শিনিস্তস্য চ সত্যকঃ ॥ ১৩ ॥

সত্রাজিতঃ—সত্রাজিৎ; **প্রসেনঃ চ**—এবং প্রসেন; **নিঘ্নস্য**—নিঘ্নের পুত্র; **অথ**—এইভাবে; **অসতুঃ**—ছিল; **সুতৌ**—দুই পুত্র; **অনমিত্র-সুতঃ**—অনমিত্রের পুত্র; **যঃ**—যিনি; **অন্যঃ**—আর এক; **শিনিঃ**—শিনি; **তস্য**—তাঁর; **চ**—ও; **সত্যকঃ**—সত্যক নামক পুত্র।

অনুবাদ

নিঘ্নের দুই পুত্র সত্রাজিৎ এবং প্রসেন। অনমিত্রের শিনি নামক যে অন্য এক পুত্র ছিল, তাঁর পুত্র সত্যক।

শ্লোক ১৪

যুযুধানঃ সাত্যকির্বৈ জয়স্তস্য কুণিস্ততঃ ।
যুগন্ধরোঽনমিত্রস্য বৃষ্ণিঃ পুত্রোঽপরস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

যুযুধানঃ—যুযুধান; **সাত্যকিঃ**—সত্যকের পুত্র; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **জয়ঃ**—জয়; **তস্য**—তাঁর (যুযুধানের); **কুণিঃ**—কুণি; **ততঃ**—তাঁর (জয়) থেকে; **যুগন্ধরঃ**—যুগন্ধর; **অনমিত্রস্য**—অনমিত্রের পুত্র; **বৃষ্ণিঃ**—বৃষ্ণি; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **অপরঃ**—অন্য; **ততঃ**—তাঁর থেকে।

অনুবাদ

সত্যকের পুত্র যুযুধান এবং যুযুধানের পুত্র জয়। জয় থেকে কুণি নামক এক পুত্রের জন্ম হয় এবং কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের অন্য এক পুত্র বৃষ্ণি।

শ্লোক ১৫

শ্বফল্কশ্চিত্ররথশ্চ গান্দিন্যাং চ শ্বফল্কতঃ ।
অক্রূরপ্রমুখা আসন্ পুত্রা দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ ॥ ১৫ ॥

শ্বফল্কঃ—শফল্ক; **চিত্ররথঃ চ**—এবং চিত্ররথ; **গান্দিন্যাম্**—গান্দিনী নামক পত্নী থেকে; **চ**—এবং; **শ্বফল্কতঃ**—শ্বফল্ক থেকে; **অক্রূর**—অক্রূর; **প্রমুখাঃ**—প্রমুখ; **আসন্**—ছিলেন; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **দ্বাদশ**—বারোটি; **বিশ্রুতাঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

বৃষ্ণি থেকে শ্বফল্ক এবং চিত্ররথ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। শ্বফল্কের পত্নী গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। অক্রূর ছিলেন জ্যেষ্ঠ, তা ছাড়া আরও বারোজন বিখ্যাত পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ১৬-১৮

আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ মৃদুরো মৃদুবিদ্ গিরিঃ ।
ধর্মবৃদ্ধঃ সুকর্মা চ ক্ষেত্রোপেক্ষোঽরিমর্দনঃ ॥ ১৬ ॥
শত্রুঘ্নো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহুশ্চ দ্বাদশ ।
তেষাং স্বসা সুচারাখ্যা দ্বাবক্রূরসুতাবপি ॥ ১৭ ॥
দেববানুপদেবশ্চ তথা চিত্ররথাত্মজাঃ ।
পৃথুর্বিদূরথাদ্যাশ্চ বহবো বৃষ্ণিনন্দনাঃ ॥ ১৮ ॥

আসঙ্গঃ—আসঙ্গ; **সারমেয়ঃ**—সারমেয়; **চ**—ও; **মৃদুরঃ**—মৃদুর; **মৃদুবিৎ**—মৃদুবিৎ; **গিরিঃ**—গিরি; **ধর্মবৃদ্ধঃ**—ধর্মবৃদ্ধ; **সুকর্মা**—সুকর্মা; **চ**—ও; **ক্ষেত্রোপেক্ষঃ**—ক্ষেত্রোপেক্ষ; **অরিমর্দনঃ**—অরিমর্দন; **শত্রুঘ্নঃ**—শত্রুঘ্ন; **গন্ধমাদঃ**—গন্ধমাদ; **চ**—এবং; **প্রতিবাহুঃ**—প্রতিবাহু; **চ**—এবং; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **তেষাম্**—তাঁদের; **স্বসা**—ভগ্নী; **সুচারা**—সুচারা; **আখ্যা**—বিখ্যাত; **দ্বৌ**—দুই; **অক্রূরঃ**—অক্রূরের; **সুতৌ**—পুত্র; **অপি**—ও; **দেববান্**—দেববান্; **উপদেবঃ চ**—এবং উপদেব; **তথা**—তারপর; **চিত্ররথ-আত্মজাঃ**—চিত্ররথের পুত্রগণ; **পৃথুঃ বিদূরথ**—পৃথু এবং বিদূরথ; **আদ্যাঃ**—আদি; **চ**—ও; **বহবঃ**—বহু; **বৃষ্ণিনন্দনাঃ**—বৃষ্ণির পুত্রগণ।

অনুবাদ

এই বারোজন পুত্রের নাম আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুবিৎ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ক্ষেত্রোপেক্ষ, অরিমর্দন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ এবং প্রতিবাহু। এই দ্বাদশ পুত্রের সুচারা নাম্নী এক ভগ্নী ছিল। অক্রূরের দেববান্ এবং উপদেব এই দুই পুত্র। চিত্ররথের পৃথু, বিদূরথ প্রভৃতি বহু পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই বৃষ্ণিকুলনন্দন নামে বিখ্যাত হন।

শ্লোক ১৯

কুকুরো ভজমানশ্চ শুচিঃ কম্বলবর্হিষঃ ।
কুকুরস্য সুতো বহ্নির্বিলোমা তনয়স্ততঃ ॥ ১৯ ॥

কুকুরঃ—কুকুর; **ভজমানঃ**—ভজমান; **চ**—ও; **শুচিঃ**—শুচি; **কম্বলবর্হিষঃ**—কম্বলবর্হিষ; **কুকুরস্য**—কুকুরের; **সুতঃ**—পুত্র; **বহ্নিঃ**—বহ্নি; **বিলোমা**—বিলোমা; **তনয়ঃ**—পুত্র; **ততঃ**—তাঁর (বহ্নি) থেকে।

অনুবাদ

অন্ধকের চার পুত্র—কুকুর, ভজমান, শুচি এবং কম্বলবর্হিষ। কুকুরের পুত্র বহ্নি এবং বহ্নির পুত্র বিলোমা।

শ্লোক ২০

কপোতরোমা তস্যানুঃ সখা যস্য চ তুম্বুরুঃ ।
অন্ধকাদ্ দুন্দুভিস্তস্মাদবিদ্যোতঃ পুনর্বসুঃ ॥ ২০ ॥

কপোতরোমা—কপোতরোমা; **তস্য**—তাঁর (পুত্র); **অনুঃ**—অনু; **সখা**—সখা; **যস্য**—যাঁর; **চ**—ও; **তুম্বুরুঃ**—তুম্বুরু; **অন্ধকাৎ**—অনুর পুত্র অন্ধক থেকে; **দুন্দুভিঃ**—দুন্দুভি নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর (দুন্দুভি) থেকে; **অবিদ্যোতঃ**—অবিদ্যোত নামক এক পুত্র; **পুনর্বসুঃ**—পুনর্বসু নামক এক পুত্র।

অনুবাদ

বিলোমার পুত্র কপোতরোমা, এবং তাঁর পুত্র অনু। তুম্বুরু এই অনুর সখা ছিলেন। অনু থেকে অন্ধকের জন্ম হয়; অন্ধক থেকে দুন্দুভি, এবং দুন্দুভি থেকে অবিদ্যোতের জন্ম হয়। অবিদ্যোতের পুত্র পুনর্বসু।

শ্লোক ২১-২৩

তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহুকাত্মজৌ ।
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ ॥ ২১ ॥

দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্ধনঃ ।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥ ২২ ॥
শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা ।
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥ ২৩ ॥

তস্য—তাঁর (পুনর্বসু) থেকে; **আহুকঃ**—আহুক; **চ**—এবং; **আহুকী**—আহুকী; **চ**—ও; **কন্যা**—কন্যা; **চ**—ও; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **আহুক**—আহুকের; **আত্মজৌ**—দুই পুত্র; **দেবকঃ**—দেবক; **চ**—এবং; **উগ্রসেনঃ**—উগ্রসেন; **চ**—ও; **চত্বারঃ**—চার; **দেবক-আত্মজাঃ**—দেবকের পুত্রগণ; **দেববান্**—দেববান্; **উপদেবঃ**—উপদেব; **চ**—এবং; **সুদেবঃ**—সুদেব; **দেববর্ধনঃ**—দেববর্ধন; **তেষাম্**—তাঁদের সকলের মধ্যে; **স্বসারঃ**—কন্যা; **সপ্ত**—সাত; **আসন্**—ছিল; **ধৃতদেবা-আদয়ঃ**—ধৃতদেবা আদি; **নৃপ**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **শান্তিদেবা**—শান্তিদেবা; **উপদেবা**—উপদেবা; **চ**—ও; **শ্রীদেবা**—শ্রীদেবা; **দেবরক্ষিতা**—দেবরক্ষিতা; **সহদেবা**—সহদেবা; **দেবকী**—দেবকী; **চ**—এবং; **বসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব; **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **তাঃ**—তাঁদের।

অনুবাদ

পুনর্বসুর আহুক এবং আহুকী নামক একটি পুত্র ও কন্যা ছিল। আহুকের দুই পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চারপুত্র—দেববান্, উপদেব, সুদেব এবং দেববর্ধন। তাঁর শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী এবং ধৃতদেবা নামক সাতটি কন্যাও ছিল। তাঁদের মধ্যে ধৃতদেবা ছিলেন জ্যেষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব সেই ভগ্নীদের বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

কংসঃ সুনামা ন্যগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সুহূস্তথা ।
রাষ্ট্রপালোঽথ ধৃষ্টিশ্চ তুষ্টিমানৌগ্রসেনয়ঃ ॥ ২৪ ॥

কংসঃ—কংস; **সুনামা**—সুনামা; **ন্যগ্রোধঃ**—ন্যগ্রোধ; **কঙ্কঃ**—কঙ্ক; **শঙ্কুঃ**—শঙ্কু; **সুহূঃ**—সুহূ; **তথা**—ও; **রাষ্ট্রপালঃ**—রাষ্ট্রপাল; **অথ**—তারপর; **ধৃষ্টিঃ**—ধৃষ্টি; **চ**—ও; **তুষ্টিমান্**—তুষ্টিমান্; **ঔগ্রসেনয়ঃ**—উগ্রসেনার পুত্রগণ।

অনুবাদ

কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি এবং তুষ্টিমান্ উগ্রসেনের পুত্র।

শ্লোক ২৫

কংসা কংসবতী কঙ্কা শূরভূ রাষ্ট্রপালিকা ।
উগ্রসেনদুহিতরো বসুদেবানুজস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

কংসা—কংসা; **কংসবতী**—কংসবতী; **কঙ্কা**—কঙ্কা; **শূরভূ**—শূরভূ; **রাষ্ট্রপালিকা**—রাষ্ট্রপালিকা; **উগ্রসেন-দুহিতরঃ**—উগ্রসেনের কন্যা; **বসুদেব-অনুজ**—বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের; **স্ত্রিয়ঃ**—পত্নীগণ।

অনুবাদ

কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ এবং রাষ্ট্রপালিকা—এঁরা উগ্রসেনের কন্যা। বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁদের বিবাহ করেন।

শ্লোক ২৬

শূরো বিদূরথাদাসীদ্ ভজমানস্তু তৎসুতঃ ।
শিনিস্তস্মাৎ স্বয়ম্ভোজো হৃদিকস্তৎসুতো মতঃ ॥ ২৬ ॥

শূরঃ—শূর; **বিদূরথাৎ**—চিত্ররথের পুত্র বিদূরথ থেকে; **আসীৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ভজমানঃ**—ভজমান; **তু**—এবং; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর (শূরের) পুত্র; **শিনিঃ**—শিনি; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ভোজঃ**—বিখ্যাত ভোজরাজ; **হৃদিকঃ**—হৃদিক; **তৎ-সুতঃ**—তাঁর (ভোজরাজের) পুত্র; **মতঃ**—বিখ্যাত।

অনুবাদ

চিত্ররথের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শূর এবং শূরের পুত্র ভজমান। ভজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র ভোজ এবং ভোজের পুত্র হৃদিক।

শ্লোক ২৭

দেবমীঢ়ঃ শতধনুঃ কৃতবর্মেতি তৎসুতাঃ ।
দেবমীঢ়স্য শূরস্য মারিষা নাম পত্ন্যভূৎ ॥ ২৭ ॥

দেবমীঢ়ঃ—দেবমীঢ়; **শতধনুঃ**—শতধনু; **কৃতবর্মা**—কৃতবর্মা; **ইতি**—এই প্রকার; **তৎ-সুতাঃ**—তাঁর (হৃদিকের) পুত্রগণ; **দেবমীঢ়স্য**—দেবমীঢ়ের; **শূরস্য**—শূরের; **মারিষা**—মারিষা; **নাম**—নাম্নী; **পত্নী**—পত্নী; **অভূৎ**—ছিল।

অনুবাদ

হৃদিকের তিন পুত্র—দেবমীঢ়, শতধনু এবং কৃতবর্মা। দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, শূরের মারিষা নাম্নী এক পত্নী ছিল।

শ্লোক ২৮-৩১

তস্যাং স জনয়ামাস দশ পুত্রানকল্মষান্ ।
বসুদেবং দেবভাগং দেবশ্রবসমানকম্ ॥ ২৮ ॥
সৃঞ্জয়ং শ্যামকং কঙ্কং শমীকং বৎসকং বৃকম্ ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি ॥ ২৯ ॥
বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্ ।
পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীর্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ৩০ ॥
রাজাধিদেবী চৈতেষাং ভগিন্যঃ পঞ্চ কন্যকাঃ ।
কুন্তেঃ সখ্যুঃ পিতা শূরো হ্যপুত্রস্য পৃথামদাৎ ॥ ৩১ ॥

তস্যাম্—তাঁর (মারিষার); **সঃ**—তিনি (শূর); **জনয়াম্ আস**—উৎপাদন করেছিলেন; **দশ**—দশ; **পুত্রান্**—পুত্র; **অকল্মষান্**—নিষ্পাপ; **বসুদেবম্**—বসুদেব; **দেবভাগম্**—দেবভাগ; **দেবশ্রবসম্**—দেবশ্রবা; **আনকম্**—আনক; **সৃঞ্জয়ম্**—সৃঞ্জয়; **শ্যামকম্**—শ্যামক; **কঙ্কম্**—কঙ্ক; **শমীকম্**—শমীক; **বৎসকম্**—বৎসক; **বৃকম্**—বৃক; **দেব-দুন্দভয়ঃ**—দেবতাদের দুন্দুভি; **নেদুঃ**—বাজিয়েছিলেন; **আনকাঃ**—এক প্রকার ঢাক; **যস্য**—যাঁর; **জন্মনি**—জন্মের সময়; **বসুদেবম্**—বসুদেবকে; **হরেঃ**—ভগবানের; **স্থানম্**—সেই স্থান; **বদন্তি**—বলা হয়; **আনক-দুন্দুভিম্**—আনকদুন্দুভি; **পৃথা**—পৃথা; **চ**—এবং; **শ্রুতদেবা**—শ্রুতদেবা; **চ**—ও; **শ্রুতকীর্তিঃ**—শ্রুতকীর্তি; **শ্রুতশ্রবাঃ**—শ্রুতশ্রবা; **রাজাধিদেবী**—রাজাধিদেবী; **চ**—ও; **এতেষাম্**—এঁদের সকলের; **ভগিন্যঃ**—ভগিনীগণ; **পঞ্চ**—পাঁচ; **কন্যকাঃ**—(শূরের) কন্যা; **কুন্তেঃ**—কুন্তির; **সখ্যুঃ**—সখা; **পিতা**—পিতা; **শূরঃ**—শূর; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপুত্রস্য**—অপুত্রক (কুন্তির); **পৃথাম্**—পৃথাকে; **অদাৎ**—দান করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা শূর তাঁর পত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক এবং বৃক—এই দশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন। বসুদেবের জন্মের সময় দেবতারা আনক এবং দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান বসুদেব আনকদুন্দুভি নামেও অভিহিত হন। মহারাজ শূরের পাঁচ কন্যা—পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রবা এবং রাজাধিদেবী। শূর তাঁর অপুত্রক সখা কুন্তিকে পৃথানাম্নী কন্যা দান করেছিলেন, এবং তাই পৃথার আর এক নাম কুন্তী।

শ্লোক ৩২

সাপ দুর্বাসসো বিদ্যাং দেবহূতীং প্রতোষিতাৎ ।
তস্যা বীর্যপরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিঃ ॥ ৩২ ॥

সা—তিনি (কুন্তী বা পৃথা); **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **দুর্বাসসঃ**—ঋষি দুর্বাসার থেকে; **বিদ্যাম্**—অলৌকিক শক্তি; **দেব-হূতীম্**—যে কোন দেবতাকে আহ্বান করার; **প্রতোষিতাৎ**—প্রসন্ন হয়ে; **তস্যাঃ**—সেই অলৌকিক শক্তির দ্বারা; **বীর্য**—প্রভাব; **পরীক্ষ-অর্থম্**—পরীক্ষা করার জন্য; **আজুহাব**—আহ্বান করেছিলেন; **রবিম্**—সূর্যদেবকে; **শুচিঃ**—পবিত্র (পৃথা)।

অনুবাদ

একসময় দুর্বাসা পৃথার পিতা কুন্তির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, এবং পৃথা তখন পরিচর্যার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, যে কোন দেবতাকে আহ্বান করার এক অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পরম পবিত্রা কুন্তী সূর্যদেবকে আহ্বান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

তদৈবোপাগতং দেবং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসা ।
প্রত্যয়ার্থং প্রযুক্তা মে যাহি দেব ক্ষমস্ব মে ॥ ৩৩ ॥

তদা—তখন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উপাগতম্**—(তাঁর সম্মুখে) উপস্থিত হয়েছিলেন; **দেবম্**—সূর্যদেবকে; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **বিস্মিত-মানসা**—অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন;

প্রত্যয়-অর্থম্—মন্ত্রের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য; **প্রযুক্তা**—আমি তা প্রয়োগ করেছি; **মে**—আমাকে; **যাহি**—দয়া করে ফিরে যান; **দেব**—হে দেবতা; **ক্ষমস্ব**—ক্ষমা করুন; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

কুন্তী সূর্যদেবকে আহ্বান করা মাত্রই সূর্যদেব তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং কুন্তী তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সূর্যদেবকে বলেছিলেন, "আমি কেবল এই অলৌকিক শক্তির প্রভাব পরীক্ষা করছিলাম। অকারণে আপনাকে আহ্বান করেছি বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং ফিরে যান।"

শ্লোক ৩৪

অমোঘং দেবসন্দর্শমাদধে ত্বয়ি চাত্মজম্ ।
যোনির্যথা ন দুষ্যেত কর্তাহং তে সুমধ্যমে ॥ ৩৪ ॥

অমোঘম্—অব্যর্থ; **দেব-সন্দর্শম্**—দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ; **আদধে**—(আমার বীর্য) আধান করব; **ত্বয়ি**—তোমাতে; **চ**—ও; **আত্মজম্**—পুত্র; **যোনিঃ**—জন্মের উৎসস্থান; **যথা**—যেমন; **ন**—না; **দুষ্যেত**—দূষিত; **কর্তা**—আয়োজন করব; **অহম্**—আমি; **তে**—তোমাকে; **সুমধ্যমে**—হে সুন্দরী কন্যা।

অনুবাদ

সূর্যদেব বললেন—হে সুন্দরী পৃথা! দেবদর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না। তাই আমি তোমার গর্ভে আমার বীর্য আধান করব এবং তার ফলে তোমার এক পুত্র হবে। তুমি অবিবাহিতা, তাই যাতে তোমার যোনি অক্ষত থাকে, সেই ব্যবস্থা আমি করব।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতা অনুসারে যদি বিবাহের পূর্বে কোন কন্যা সন্তান প্রসব করে, তা হলে কেউ তাকে বিবাহ করে না। তাই সূর্যদেব যখন পৃথার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে একটি সন্তান প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তখন পৃথা ইতস্তত করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। কিন্তু তাঁর কুমারীত্ব যাতে নষ্ট না হয়, সেই জন্য সূর্যদেব শিশুটি কুন্তীর কান থেকে নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং

তাই সেই পুত্রটির নাম হয়েছিল কর্ণ। প্রথা হচ্ছে যে, বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কন্যার অক্ষত যোনি থাকারই কথা। বিবাহের পূর্বে কন্যার সন্তান ধারণ করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ৩৫

ইতি তস্যাং স আধায় গর্ভং সূর্যো দিবং গতঃ ।
সদ্যঃ কুমারঃ সঞ্জজ্ঞে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **তস্যাম্**—তাঁকে (পৃথাকে); **সঃ**—তিনি (সূর্যদেব); **আধায়**—বীর্য আধান করে; **গর্ভম্**—গর্ভে; **সূর্যঃ**—সূর্যদেব; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **গতঃ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **কুমারঃ**—একটি শিশু; **সঞ্জজ্ঞে**—জন্ম হয়েছিল; **দ্বিতীয়ঃ**—দ্বিতীয়; **ইব**—সদৃশ; **ভাস্করঃ**—সূর্যদেব।

অনুবাদ

এই কথা বলে সূর্যদেব পৃথার গর্ভে বীর্য আধান করেছিলেন এবং তারপর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তারপর, তৎক্ষণাৎ কুন্তীর গর্ভে দ্বিতীয় সূর্যদেবের মতো একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ৩৬

তং সাত্যজন্নদীতোয়ে কৃচ্ছ্রাল্লোকস্য বিভ্যতী ।
প্রপিতামহস্তামুবাহ পাণ্ডুর্বৈ সত্যবিক্রমঃ ॥ ৩৬ ॥

তম্—সেই শিশুটিকে; **সা**—তিনি (কুন্তী); **অত্যজৎ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **নদী-তোয়ে**—নদীর জলে; **কৃচ্ছ্রাৎ**—বহু কষ্টে; **লোকস্য**—জনসাধারণের; **বিভ্যতী**—ভয়ে; **প্রপিতামহঃ**—(আপনার) প্রপিতামহ; **তাম্**—তাঁকে (কুন্তীকে); **উবাহ**—বিবাহ করেছিলেন; **পাণ্ডুঃ**—মহারাজ পাণ্ডু; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সত্য-বিক্রমঃ**—অত্যন্ত পুণ্যবান এবং পরাক্রমশালী।

অনুবাদ

কুন্তী লোকাপবাদের ভয়ে বহু কষ্টে পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই শিশুটিকে একটি পেটিকাবদ্ধ করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার অত্যন্ত পুণ্যবান এবং পরাক্রমশালী প্রপিতামহ মহারাজ পাণ্ডু পরে কুন্তীকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রুতদেবাং তু কারূষো বৃদ্ধশর্মা সমগ্রহীৎ ।
যস্যামভূদ্ দন্তবক্র ঋষিশপ্তো দিতেঃ সুতঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রুতদেবাম্—কুন্তীদেবীর এক ভগ্নী শ্রুতদেবাকে; **তু**—কিন্তু; **কারূষঃ**—করূষের রাজা; **বৃদ্ধশর্মা**—বৃদ্ধশর্মা; **সমগ্রহীৎ**—বিবাহ করেছিলেন; **যস্যাম্**—যাঁর থেকে; **অভূৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিল; **দন্তবক্রঃ**—দন্তবক্র; **ঋষি-শপ্তঃ**—সনক, সনাতন আদি ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে; **দিতেঃ**—দিতির; **সুতঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

করূষের রাজা বৃদ্ধশর্মা কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর গর্ভে দন্তবক্রের জন্ম হয়। সনকাদি ঋষিদের অভিশাপে দন্তবক্র পূর্বে দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীর্তিমবিন্দত ।
সন্তর্দনাদয়স্তস্যাং পঞ্চাসন্ কৈকয়াঃ সুতাঃ ॥ ৩৮ ॥

কৈকেয়ঃ—কেকয়ের রাজা; **ধৃষ্টকেতুঃ**—ধৃষ্টকেতু; **চ**—ও; **শ্রুতকীর্তিম্**—কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতকীর্তিকে; **অবিন্দত**—বিবাহ করেছিলেন; **সন্তর্দন-আদয়ঃ**—সন্তর্দন আদি; **তস্যাম্**—তাঁর (শ্রুতকীর্তি) থেকে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **আসন্**—হয়েছিল; **কৈকয়াঃ**—কেকয়ের রাজার; **সুতাঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

কেকয়ের রাজা ধৃষ্টকেতু কুন্তীর আর এক ভগ্নী শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রুতকীর্তির গর্ভে সন্তর্দন আদি পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৩৯

রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ জয়সেনোঽজনিষ্ট হ ।
দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রুতশ্রবসমগ্রহীৎ ॥ ৩৯ ॥

রাজাধিদেব্যাম্—কুন্তীর আর এক ভগ্নী রাজাধিদেবী থেকে; **আবন্ত্যৌ**—(বিন্দ এবং অনুবিন্দ নামক) দুই পুত্র; **জয়সেনঃ**—রাজা জয়সেন; **অজনিষ্ট**—জন্ম দিয়েছিলেন; **হ**—অতীতে; **দমঘোষঃ**—দমঘোষ; **চেদিরাজঃ**—চেদি রাজ্যের রাজা; **শ্রুতশ্রবসম্**—শ্রুতশ্রবা নামক আর এক ভগ্নীকে; **অগ্রহীৎ**—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

কুন্তীর আর এক ভগ্নী রাজাধিদেবীর গর্ভে জয়সেনের বিন্দ এবং অনুবিন্দ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন।

শ্লোক ৪০

শিশুপালঃ সুতস্তস্যাঃ কথিতস্তস্য সম্ভবঃ ।
দেবভাগস্য কংসায়াং চিত্রকেতুবৃহদ্বলৌ ॥ ৪০ ॥

শিশুপালঃ—শিশুপাল; **সুতঃ**—পুত্র; **তস্যাঃ**—তাঁর (শ্রুতশ্রবার); **কথিতঃ**—পূর্বেই (সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণনা করা হয়েছে; **তস্য**—তার; **সম্ভবঃ**—জন্ম; **দেব-ভাগস্য**—বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগ থেকে; **কংসায়াম্**—তাঁর পত্নী কংসার গর্ভে; **চিত্রকেতু**—চিত্রকেতু; **বৃহদ্বলৌ**—এবং বৃহদ্বল।

অনুবাদ

শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপাল, যার জন্ম বৃত্তান্ত ইতিমধ্যেই (শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে) বর্ণিত হয়েছে। বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পত্নী কংসার গর্ভে চিত্রকেতু এবং বৃহদ্বল নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪১

কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ সুবীর ইষুমাংস্তথা ।
বকঃ কঙ্কাৎ তু কঙ্কায়াং সত্যজিৎ পুরুজিৎ তথা ॥ ৪১ ॥

কংসবত্যাম্—কংসবতীর গর্ভে; **দেবশ্রবসঃ**—বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবা থেকে; **সুবীরঃ**—সুবীর; **ইষুমান্**—ইষুমান্; **তথা**—এবং; **বকঃ**—বক; **কঙ্কাৎ**—কঙ্ক থেকে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কঙ্কায়াম্**—তাঁর পত্নী কঙ্কার গর্ভে; **সত্যজিৎ**—সত্যজিৎ; **পুরুজিৎ**—পুরুজিৎ; **তথা**—এবং।

অনুবাদ

বসুদেবের ভ্রাতা দেবশ্রবা কংসবতীকে বিবাহ করেন, এবং তাঁর গর্ভে সুবীর ও ইষুমান্ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। কঙ্ক থেকে তাঁর পত্নী কঙ্কার গর্ভে বক, সত্যজিৎ ও পুরুজিৎ—এই তিন পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪২

সৃঞ্জয়ো রাষ্ট্রপাল্যাং চ বৃষদুর্মর্ষণাদিকান্ ।
হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শূরভূম্যাং চ শ্যামকঃ ॥ ৪২ ॥

সৃঞ্জয়ঃ—সৃঞ্জয়; **রাষ্ট্রপাল্যাম্**—রাষ্ট্রপালিকা নাম্নী পত্নী থেকে; **চ**—এবং; **বৃষ-দুর্মর্ষণ-আদিকান্**—বৃষ, দুর্মর্ষণ আদি পুত্রের জন্ম হয়েছিল; **হরিকেশ**—হরিকেশ; **হিরণ্যাক্ষৌ**—এবং হিরণ্যাক্ষ; **শূরভূম্যাম্**—শূরভূমির গর্ভে; **চ**—এবং; **শ্যামকঃ**—রাজা শ্যামক।

অনুবাদ

রাজা সৃঞ্জয় থেকে তাঁর পত্নী রাষ্ট্রপালিকার গর্ভে বৃষ, দুর্মর্ষণ আদি পুত্রদের জন্ম হয়। রাজা শ্যামক থেকে তাঁর পত্নী শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ এবং হিরণ্যাক্ষ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৪৩

মিশ্রকেশ্যামপ্সরসি বৃকাদীন্ বৎসকস্তথা ।
তক্ষপুষ্করশালাদীন্ দুর্বাক্ষ্যাং বৃক আদধে ॥ ৪৩ ॥

মিশ্রকেশ্যাম্—মিশ্রকেশীর গর্ভে; **অপ্সরসি**—অপ্সরা; **বৃক-আদীন্**—বৃক আদি পুত্রদের; **বৎসকঃ**—বৎসক; **তথা**—ও; **তক্ষ-পুষ্কর-শাল-আদীন্**—তক্ষ, পুষ্কর এবং শাল প্রভৃতি পুত্রদের; **দুর্বাক্ষ্যাম্**—দুর্বাক্ষী নামক পত্নীর গর্ভে; **বৃকঃ**—বৃক; **আদধে**—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

তারপর বৎসক মিশ্রকেশী নাম্নী অপ্সরা পত্নীর গর্ভে বৃক প্রভৃতি পুত্র উৎপাদন করেন। বৃক দুর্বাক্ষী নাম্নী পত্নী থেকে তক্ষ, পুষ্কর, শাল আদি পুত্রদের উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৪৪

সুমিত্রার্জুনপালাদীন্ সমীকাৎ তু সুদামনী ।
আনকঃ কর্ণিকায়াং বৈ ঋতধামাজয়াবপি ॥ ৪৪ ॥

সুমিত্র—সুমিত্র; **অর্জুনপাল**—অর্জুনপাল; **আদীন্**—ইত্যাদি; **সমীকাৎ**—রাজা সমীক থেকে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সুদামনী**—তাঁর পত্নী সুদামনীর গর্ভে; **আনকঃ**—রাজা আনক; **কর্ণিকায়াম্**—তাঁর পত্নী কর্ণিকার গর্ভে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ঋতধামা**—ঋতধামা; **জয়ৌ**—এবং জয়; **অপি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

সমীক থেকে তাঁর ভার্যা সুদামনীর গর্ভে সুমিত্র, অর্জুনপাল প্রভৃতি পুত্রদের জন্ম হয়। রাজা আনক তাঁর পত্নী কর্ণিকা নাম্নী ভার্যা থেকে ঋতধামা এবং জয় নামক দুটি পুত্র উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৪৫

পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা ।
দেবকীপ্রমুখাশ্চাসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ ॥ ৪৫ ॥

পৌরবী—পৌরবী; **রোহিণী**—রোহিণী; **ভদ্রা**—ভদ্রা; **মদিরা**—মদিরা; **রোচনা**—রোচনা; **ইলা**—ইলা; **দেবকী**—দেবকী; **প্রমুখাঃ**—মুখ্যা; **চ**—এবং; **আসন্**—ছিলেন; **পত্ন্যঃ**—পত্নী; **আনকদুন্দুভেঃ**—আনকদুন্দুভি নামক বসুদেবের।

অনুবাদ

দেবকী, পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা আদি আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) পত্নী। তাঁদের মধ্যে দেবকী ছিলেন মুখ্যা।

শ্লোক ৪৬

বলং গদং সারণং চ দুর্মদং বিপুলং ধ্রুবম্ ।
বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

বলম্—বল; **গদম্**—গদ; **সারণম্**—সারণ; **চ**—ও; **দুর্মদম্**—দুর্মদ; **বিপুলম্**—বিপুল; **ধ্রুবম্**—ধ্রুব; **বসুদেবঃ**—বসুদেব (শ্রীকৃষ্ণের পিতা); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **রোহিণ্যাম্**—তাঁর পত্নী রোহিণীতে; **কৃত-আদীন্**—কৃত আদি; **উদপাদয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

বসুদেব তাঁর পত্নী রোহিণীর গর্ভে বল, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব, কৃত আদি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭-৪৮

সুভদ্রো ভদ্রবাহুশ্চ দুর্মদো ভদ্র এব চ ।
পৌরব্যাস্তনয়া হ্যেতে ভূতাদ্যা দ্বাদশাভবন্ ॥ ৪৭ ॥
নন্দোপনন্দকৃতকশূরাদ্যা মদিরাত্মজাঃ ।
কৌশল্যা কেশিনং ত্বেকমসূত কুলনন্দনম্ ॥ ৪৮ ॥

সুভদ্রঃ—সুভদ্র; **ভদ্রবাহুঃ**—ভদ্রবাহু; **চ**—এবং; **দুর্মদঃ**—দুর্মদ; **ভদ্রঃ**—ভদ্র; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **পৌরব্যাঃ**—পৌরবী নাম্নী পত্নীর; **তনয়াঃ**—পুত্র; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—তাঁরা সকলে; **ভূত-আদ্যাঃ**—ভূত আদি; **দ্বাদশ**—দ্বাদশ; **অভবন্**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **নন্দ-উপনন্দ-কৃতক-শূর-আদ্যাঃ**—নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর প্রভৃতি; **মদিরা-আত্মজাঃ**—মদিরার পুত্রগণ; **কৌশল্যা**—কৌশল্যা; **কেশিনম্**—কেশী নামক এক পুত্র; **তু একম্**—একমাত্র; **অসূত**—প্রসব করেছিলেন; **কুল-নন্দনম্**—পুত্র।

অনুবাদ

পৌরবীর গর্ভে ভূত, সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্মদ, ভদ্র আদি দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর আদি পুত্রদের মদিরার গর্ভে জন্ম হয়। ভদ্রা (কৌশল্যা) কেশী নামক এক পুত্র প্রসব করেন।

শ্লোক ৪৯

রোচনায়ামতো জাতা হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ ।
ইলায়ামুরুবল্কাদীন্ যদুমুখ্যানজীজনৎ ॥ ৪৯ ॥

রোচনায়াম্—রোচনা নাম্নী অন্য পত্নীতে; **অতঃ**—তারপর; **জাতাঃ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **হস্ত**—হস্ত; **হেমাঙ্গদ**—হেমাঙ্গদ; **আদয়ঃ**—প্রভৃতি; **ইলায়াম্**—ইলা নাম্নী অন্য আর এক পত্নীতে; **উরুবল্ক-আদীন্**—উরুবল্ক প্রমুখ; **যদু-মুখ্যান্**—যদুশ্রেষ্ঠ; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

বসুদেব তাঁর রোচনা নাম্নী পত্নীতে হস্ত, হেমাঙ্গদ আদি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং ইলা নাম্নী পত্নীর গর্ভে উরুবল্ক প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠ পুত্রদের উৎপাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৫০

বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভেঃ ।
শান্তিদেবাত্মজা রাজন্ প্রশমপ্রসিতাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥

বিপৃষ্ঠঃ—বিপৃষ্ঠ; **ধৃতদেবায়াম্**—ধৃতদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে; **একঃ**—এক পুত্র; **আনকদুন্দুভেঃ**—বসুদেব বা আনকদুন্দুভির; **শান্তিদেবা-আত্মজাঃ**—শান্তিদেবা নাম্নী আর এক পত্নীর পুত্রগণ; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রশম-প্রসিত-আদয়ঃ**—প্রশম, প্রসিত প্রভৃতি পুত্রগণ।

অনুবাদ

আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) ধৃতদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বিপৃষ্ঠ নামক পুত্রের জন্ম হয়। বসুদেবের শান্তিদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে প্রশম, প্রসিত প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৫১

রাজন্যকল্পবর্ষাদ্যা উপদেবাসুতা দশ ।
বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়াস্তু ষট্ সুতাঃ ॥ ৫১ ॥

রাজন্য—রাজন্য; **কল্প**—কল্প; **বর্ষ-আদ্যাঃ**—বর্ষ প্রভৃতি; **উপদেবা-সুতাঃ**—বসুদেবের আর এক পত্নী উপদেবার পুত্রগণ; **দশ**—দশ; **বসু**—বসু; **হংস**—হংস; **সুবংশ**—সুবংশ; **আদ্যাঃ**—প্রভৃতি; **শ্রীদেবায়াঃ**—শ্রীদেবা নাম্নী পত্নীর; **তু**—কিন্তু; **ষট্**—ছয়; **সুতাঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

বসুদেবের উপদেবা নাম্নী ভার্যার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশটি পুত্র হয় এবং শ্রীদেবা নাম্নী ভার্যার গর্ভে বসু, হংস, সুবংশ প্রভৃতি ছয় পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৫২

দেবরক্ষিতয়া লব্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ ।
বসুদেবঃ সুতানষ্টাবাদধে সহদেবয়া ॥ ৫২ ॥

দেবরক্ষিতয়া—দেবরক্ষিতা নাম্নী পত্নীর; **লব্ধাঃ**—প্রাপ্ত হন; **নব**—নয়; **চ**—ও; **অত্র**—এখানে; **গদা-আদয়ঃ**—গদা প্রমুখ; **বসুদেবঃ**—শ্রীল বসুদেব; **সুতান্**—পুত্র; **অষ্টৌ**—আট; **আদধে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **সহদেবয়া**—সহদেবা নাম্নী পত্নীর।

অনুবাদ

বসুদেবের ঔরসে দেবরক্ষিতার গর্ভে গদা প্রভৃতি নয়টি পুত্রের জন্ম হয়। সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ বসুদেবের সহদেবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে শ্রুত, প্রবর প্রমুখ আট পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৫৩-৫৫

প্রবরশ্রুতমুখ্যাংশ্চ সাক্ষাদ্ ধর্মো বসূনিব ।
বসুদেবস্তু দেবক্যামষ্ট পুত্রানজীজনৎ ॥ ৫৩ ॥
কীর্তিমন্তং সুষেণং চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ ।
ঋজুং সম্মর্দনং ভদ্রং সঙ্কর্ষণমহীশ্বরম্ ॥ ৫৪ ॥
অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল ।
সুভদ্রা চ মহাভাগা তব রাজন্ পিতামহী ॥ ৫৫ ॥

প্রবর—প্রবর (পাঠান্তরে পৌবর); **শ্রুত**—শ্রুত; **মুখ্যান্**—প্রমুখ; **চ**—এবং; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ধর্মঃ**—ধর্মস্বরূপ; **বসূন্ ইব**—স্বর্গলোকের বসুগণ-সদৃশ; **বসুদেবঃ**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা শ্রীল বসুদেব; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **দেবক্যাম্**—দেবকীর গর্ভে; **অষ্ট**—আট; **পুত্রান্**—পুত্র; **অজীজনৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **কীর্তিমন্তম্**—কীর্তিমান্; **সুষেণম্ চ**—এবং সুষেণ; **ভদ্রসেনম্**—ভদ্রসেন; **উদারধীঃ**—সর্বতোভাবে যোগ্য; **ঋজুম্**—ঋজু; **সম্মর্দনম্**—সম্মর্দন; **ভদ্রম্**—ভদ্র; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণ; **অহি-ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা এবং সর্পরূপী অবতার; **অষ্টমঃ**—অষ্টম; **তু**—কিন্তু; **তয়োঃ**—উভয়ের (দেবকী ও বসুদেবের); **আসীৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **স্বয়ম্ এব**—সাক্ষাৎ; **হরিঃ**—ভগবান; **কিল**—আর কি বলার আছে; **সুভদ্রা**—সুভদ্রা নাম্নী এক ভগ্নী; **চ**—এবং; **মহাভাগা**—অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী; **তব**—আপনার; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পিতামহী**—পিতামহী।

অনুবাদ

প্রবর, শ্রুত আদি সহদেবার আটটি পুত্র সাক্ষাৎ অষ্টবসুর অবতার ছিলেন। দেবকীর গর্ভেও বসুদেবের আটটি অতি যোগ্য পুত্র হয়। তাঁরা ছিলেন কীর্তিমান্, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দন, ভদ্র এবং শেষনাগের অবতার সঙ্কর্ষণ। অষ্টম পুত্র সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তোমার অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী পিতামহী সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ছিলেন।

তাৎপর্য

পঞ্চ-পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হয়েছে, *স্বয়মেব হরিঃ কিল*, অর্থাৎ দেবকীর অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সাক্ষাৎ ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন। যদিও স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি এবং তাঁর অবতারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তবুও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। অবতারেরা কেবল আংশিকভাবে তাঁদের ভগবত্তা প্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান, যিনি দেবকীর অষ্টম পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৬

যদা যদা হি ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥ ৫৬ ॥

যদা—যখন; **যদা**—যখন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **ক্ষয়ঃ**—হানি; **বৃদ্ধিঃ**—বৃদ্ধি; **চ**—এবং; **পাপ্মনঃ**—পাপকর্মের; **তদা**—তখন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **ভগবান্**—ভগবান; **ঈশঃ**—পরম নিয়ন্তা; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **সৃজতে**—অবতরণ করেন; **হরিঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

যখন ধর্মের ক্ষয় এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীহরি স্বেচ্ছাপূর্বক অবতরণ করেন।

তাৎপর্য

যে উদ্দেশ্যে ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৪/৭) ভগবান স্বয়ং বিশ্লেষণ করেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।"

বর্তমান যুগে পরমেশ্বর ভগবান হরেকৃষ্ণ আন্দোলন শুরু করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই কলিযুগে মানুষেরা অত্যন্ত পাপী এবং মন্দ। তাদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই এবং তারা কুকুর-বিড়ালের মতো জীবন যাপন করে মনুষ্য-জীবনের দুর্লভ সুযোগের অপচয় করছে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ আন্দোলন শুরু করেছেন, যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। কেউ যদি এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন, তা হলে তিনি সরাসরিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করেন। মানুষের কর্তব্য, এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের সুযোগ গ্রহণ করা এবং কলিযুগের সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ করা।

শ্লোক ৫৭

ন হ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্মণো বা মহীপতে ।
আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ ॥ ৫৭ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্য**—তাঁর (ভগবানের); **জন্মনঃ**—আবির্ভাবের অথবা জন্মগ্রহণের; **হেতুঃ**—কারণ; **কর্মণঃ**—অথবা কর্ম করার জন্য; **বা**—অথবা;

মহীপতে—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **আত্ম-মায়াম্**—অধঃপতিত জীবদের জন্য তাঁর পরম করুণা; **বিনা**—ব্যতীত; **ঈশস্য**—পরমেশ্বরের; **পরস্য**—জড় জগতের অতীত ভগবানের; **দ্রষ্টুঃ**—সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী পরমাত্মার; **আত্মনঃ**—সকলের পরমাত্মার।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর আবির্ভাব, তিরোভাব অথবা কার্যকলাপের আর কোন কারণ নেই। পরমাত্মারূপে তিনি সব কিছুই জানেন। তাই এমন কোন কারণ নেই যা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কি সকাম কর্মের ফলও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান এবং সাধারণ জীবের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এক বিশেষ প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয় (*কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে*)। জীব কখনই স্বতন্ত্র নয় এবং সে কখনই স্বেচ্ছাপূর্বক প্রকট হতে পারে না। পক্ষান্তরে, তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে মায়া তাকে একটি বিশেষ শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া*। দেহটি একটি যন্ত্রের মতো এবং ভগবানের নির্দেশনায় মায়া বা জড়া প্রকৃতি জীবকে তা দান করেন। তাই জীবকে তার কর্ম অনুসারে মায়া প্রদত্ত এক-একটি বিশেষ শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। কেউই তার ইচ্ছা অনুসারে বলতে পারে না, "আমাকে এই প্রকার শরীর দিন" অথবা "আমাকে ওই প্রকার শরীর দিন।" মায়া তাকে যে শরীর প্রদান করে, তা গ্রহণ করতে সে বাধ্য হয়। এটিই সাধারণ জীবের অবস্থা।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন অধঃপতিত জীবদের প্রতি তাঁর করুণাবশত। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) ভগবান বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" ভগবানকে আবির্ভূত হতে বাধ্য হতে হয় না। বস্তুতপক্ষে, কেউই তাঁকে বাধ্য করতে পারে না। কারণ তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তিনি কারও নিয়ন্ত্রণাধীন

নন। যে সমস্ত মূর্খ মানুষেরা অজ্ঞতাবশত মনে করে যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হতে পারবে অথবা শ্রীকৃষ্ণ হতে পারবে, তারা সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। কেউই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হতে পারে না অথবা শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় অসমোর্ধ্ব। *বিশ্বকোষ* অভিধান অনুসারে, *মায়া* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে 'অহঙ্কার' অর্থে এবং 'করুণা' অর্থে। সাধারণ জীব যে শরীরে জন্মগ্রহণ করে, তা প্রকৃতি প্রদত্ত দণ্ড। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান বলেছেন, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*—"ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমার দৈবী শক্তি এবং তাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে আসেন, তখন *মায়া* শব্দে তাঁর ভক্ত এবং অধঃপতিত জীবদের প্রতি তাঁর কৃপা অথবা অনুকম্পা বোঝায়। তাঁর শক্তির দ্বারা ভগবান পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলকে উদ্ধার করতে পারেন।

শ্লোক ৫৮

যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় হি ।
অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায় চেষ্যতে ॥ ৫৮ ॥

যৎ—যা কিছু; **মায়া-চেষ্টিতম্**—ভগবানের দ্বারা ক্রিয়াশীল প্রকৃতির নিয়ম; **পুংসঃ**—জীবদের; **স্থিতি**—আয়ু; **উৎপত্তি**—জন্ম; **অপ্যয়ায়**—বিনাশ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **তৎ-নিবৃত্তেঃ**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রের নিবৃত্তি সাধনের জন্য জড় জগতের সৃষ্টি এবং প্রকাশ; **আত্ম-লাভায়**—ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **ইষ্যতে**—সেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কৃপার দ্বারা জীবদের উদ্ধার এবং তাদের জন্ম, মৃত্যু ও বৈষয়িক জীবনের আয়ুষ্কাল নিবৃত্তির জন্য তাঁর মায়াশক্তির মাধ্যমে এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করে থাকেন। এইভাবে তিনি জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে সক্ষম করছেন।

তাৎপর্য

জড়বাদীরা কখনও কখনও প্রশ্ন করে, জীবদের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার জন্য কেন ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জড় সৃষ্টি অবশ্যই ভগবানের বিভিন্ন

অংশ বদ্ধ জীবদের দুঃখকষ্ট ভোগের জন্য। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

"এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মনসহ ছ'টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।" সমস্ত জীবই ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তারা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হলেও আয়তনগতভাবে ভিন্ন—কারণ ভগবান অসীম কিন্তু জীব সীমিত। ভগবানের আনন্দ উপভোগের শক্তি অসীম, এবং জীবের আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা সীমিত। *আনন্দময়োভ্যাসাৎ* (*বেদান্তসূত্র* ১/১/১২)। ভগবান এবং জীব উভয়েই গুণগতভাবে চিন্ময় হওয়ার ফলে উভয়েরই আনন্দ উপভোগের প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ভগবানের অংশ জীব যখন দুর্ভাগ্যবশত শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তখন তাকে এই জড় জগতে নিক্ষেপ করা হয়, যেখানে সে ব্রহ্মারূপে তার জীবন শুরু করে এবং ক্রমশ অধঃপতিত হতে হতে পিপীলিকা অথবা বিষ্ঠার কীটে পরিণত হয়। একে বলা হয় *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*। জীবকে কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। কারণ জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীব সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। কিন্তু তার সীমিত জ্ঞানের ফলে জীব মনে করে যে, সে এই জড় জগতে আনন্দ উপভোগ করছে। *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি* । প্রকৃতপক্ষে সে সর্বতোভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মনে করে যে, সে স্বাধীন (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*)। এমন কি, সে যখন মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা উন্নীত হয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, তখনও সেই ভবরোগ সে ভুগতে থাকে। *আরুহ্যকৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/২/৩২)। পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হওয়া সত্ত্বেও, সে পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়।

এইভাবে বদ্ধ জীব এই জড় জগতে কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়, এবং তাই ভগবান তার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এই জগতে অবতীর্ণ হন এবং তাকে শিক্ষা দেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া, কিন্তু বিদ্রোহী জীব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার চেষ্টায় জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে অধর্মপরায়ণ হয়। তাই জীবকে তার প্রকৃত স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দিতে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হয়ে এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। *ভগবদ্গীতা* আদি বৈদিক শাস্ত্র প্রদান করা হয়েছে, যাতে জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* (*ভগবদ্গীতা* ১৫/১৫)। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে তার প্রকৃতি স্থিতি এবং ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেওয়া। একে বলা হয় *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*। প্রতিটি বদ্ধ জীবই জীবন সংগ্রামে লিপ্ত, কিন্তু মনুষ্য-জীবনে জীব তার স্বরূপ উপলব্ধি করার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ পায়। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেঃ*, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অর্থহীন জীবনের সমাপ্তি হওয়া উচিত, এবং বদ্ধ জীবকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এটিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

নাস্তিকেরা যে মনে করে, কোন উদ্দেশ্য ব্যতীতই এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তা সত্য নয়।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥

"অসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলে, এই জগৎ মিথ্যা, অবলম্বনহীন এবং অনীশ্বর। কামবশত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, এবং কাম ছাড়া আর অন্য কোন কারণ নেই।" (*ভগবদ্গীতা* ১৬/৮) নাস্তিকেরা মনে করে যে, ভগবান নেই এবং ঘটনাক্রমে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক যেমন ঘটনাক্রমে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই কথা সত্য নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে যে, এই সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, এবং তা হচ্ছে বদ্ধ জীবকে তার মূল চেতনায় অর্থাৎ কৃষ্ণচেতনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে, সেই চিৎ-জগতে পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করা। জড় জগতে বদ্ধ জীবকে তার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে বৈদিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাকে বোঝানো হয় যে, এই জড় জগৎ আনন্দ উপভোগের প্রকৃত স্থান নয়। *জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির্দুঃখদোষানুদর্শনম্।* (*ভগবদ্গীতা* ১৩/৯)। জন্ম-মৃত্যুর চক্র বা সংসার চক্রের নিবৃত্তি সাধন করা অবশ্য কর্তব্য। তাই প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবগত হয়ে, এই সৃষ্টির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণপূর্বক ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

শ্লোক ৫৯

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নৃপলাঞ্ছনৈঃ ।
ভুব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ ॥ ৫৯ ॥

অক্ষৌহিণীনাম্—বিশাল সামরিক শক্তি সমন্বিত রাজাদের; **পতিভিঃ**—এই প্রকার রাজা অথবা রাষ্ট্রের দ্বারা; **অসুরৈঃ**—অসুরগণ (যদিও তাদের এই প্রকার সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা নেই, তবুও অনর্থক এই সৈন্যবল সংগ্রহ করে); **নৃপ-লাঞ্ছনৈঃ**—রাজা হওয়ার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা রাজ্যশাসন অধিকার করেছে; **ভুবঃ**—পৃথিবীতে; **আক্রম্যমাণায়াঃ**—পরস্পরকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য; **অভারায়**—পৃথিবীতে অসুরদের সংখ্যা হ্রাস করার মার্গ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে; **কৃত-উদ্যমঃ**—উৎসাহী (তারা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে)।

অনুবাদ

অসুরেরা রাজপুরুষের বেশে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে, কিন্তু রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। তার ফলে ভগবানের ব্যবস্থাপনায় বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী এই সমস্ত অসুরেরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এবং তার ফলে পৃথিবীতে অসুরদের মহাভার লাঘব হয়। ভগবানের ইচ্ছায় অসুরেরা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে, যাতে তাদের সংখ্যা লাঘব হয় এবং ভক্তরা কৃষ্ণভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করার সুযোগ পায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৮) বলা হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*। সাধু বা ভগবদ্ভক্তরা সর্বদাই কৃষ্ণভক্তি বিস্তার করতে চায়, যাতে বদ্ধ জীবেরা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু অসুরেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে অত্যন্ত আগ্রহী অসুরদের মধ্যে সময়ে সময়ে যুদ্ধের আয়োজন করেন। রাষ্ট্রের অথবা রাজার কর্তব্য অনর্থক সামরিক শক্তি বৃদ্ধি না করা। রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে নাগরিকেরা যাতে কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করে তা দেখা। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*—"প্রকৃতির তিন গুণ এবং নির্দিষ্ট কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করেছি।" মানুষের

এক আদর্শ বর্ণ থাকা প্রয়োজন, যাঁরা হচ্ছেন প্রকৃতই ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। *নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।* ব্রাহ্মণ এবং গাভী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণভাবনামৃতের বিস্তার করেন এবং গাভী সত্ত্বগুণে শরীর পালন করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ দেয়। ক্ষত্রিয় এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য ব্রাহ্মণদের কাছে উপদেশ গ্রহণ করা। তার পরবর্তী বর্ণ বৈশ্যদের কর্তব্য হচ্ছে যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করা, এবং যারা নিজে থেকে লাভপ্রদ কোন কিছু করতে পারে না, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের তিনটি উচ্চতর বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের) সেবা করা। এটিই ভগবানের ব্যবস্থাপনা যাতে বদ্ধ জীবেরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের এটিই হচ্ছে উদ্দেশ্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)।

সকলেরই কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা (*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*)। কেউ যদি এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের এবং লীলাবিলাসের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। এইভাবে জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই এই জড় জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। অসুরেরা সর্বদাই এমন সমস্ত পরিকল্পনায় আগ্রহী, যার দ্বারা কুকুর, বিড়াল এবং শূকরের মতো মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তরা কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা প্রদান করতে চান, যাতে মানুষ সরলভাবে জীবন যাপন এবং কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করে তৃপ্ত হতে পারে । অসুরেরা যদিও বড় বড় কলকারখানার বহু পরিকল্পনা করেছে, যাতে মানুষেরা পশুর মতো দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু সেটি মানব-সভ্যতার উদ্দেশ্য নয়। এই সমস্ত প্রচেষ্টা *জগতোঽহিতঃ*, অর্থাৎ জনসাধারণের দুর্ভাগ্যের জন্য। *ক্ষয়ায়*—এই প্রকার কার্যকলাপ মানব-সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে তাতে অংশগ্রহণ করা। কখনই উগ্রকর্মের বা ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য অনর্থক কর্মের প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। *নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/৪)। কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য মানুষেরা জড় সুখভোগের পরিকল্পনা করে। *মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্* (৭/৯/৪৩)। যেহেতু তারা সকলে বিমূঢ়, তাই তারা তা করে। ক্ষণিকের সুখের জন্য মানুষ মানব-শক্তির অপচয় করে। তারা

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে পারে না। পক্ষান্তরে, তারা সরল ভক্তদের 'মগজ ধোলাইয়ের' অভিযোগে অভিযুক্ত করে। অসুরেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন করবেন, যার ফলে তাঁদের সামরিক শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হবে এবং উভয় পক্ষের অসুরেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

শ্লোক ৬০

কর্মাণ্যপরিমেয়াণি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ ।
সহসঙ্কর্ষণশ্চক্রে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৬০ ॥

কর্মাণি—কার্যকলাপ; **অপরিমেয়াণি**—অপরিমিত, অসীম; **মনসা অপি**—মনের কল্পনার দ্বারাও; **সুর-ঈশ্বরৈঃ**—ব্রহ্মা, শিব আদি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তাদের দ্বারা; **সহ-সঙ্কর্ষণঃ**—সঙ্কর্ষণ (বলদেব) সহ; **চক্রে**—অনুষ্ঠান করেছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মধুসূদনঃ**—মধু নামক অসুর সংহারক।

অনুবাদ

সঙ্কর্ষণ বা বলরাম সহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের কল্পনারও অতীত কর্মসমূহ সম্পাদন করেছিলেন। (যেমন, শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করার জন্য বহু অসুরদের সংহার করার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন।)

শ্লোক ৬১

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্ ।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ ॥ ৬১ ॥

কলৌ—এই কলিযুগে; **জনিষ্যমাণানাম্**—ভবিষ্যতে যারা জন্মগ্রহণ করবে; **দুঃখ-শোক-তমঃ-নুদম্**—তমোগুণ জনিত তাদের অন্তহীন দুঃখ এবং শোক অপনোদন করার জন্য; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **সুপুণ্যম্**—অত্যন্ত পবিত্র দিব্য কার্যকলাপ; **ব্যতনোৎ**—বিস্তার করেছিলেন; **যশঃ**—তাঁর মহিমা অথবা খ্যাতি।

অনুবাদ

ভবিষ্যতে এই কলিযুগে যে সমস্ত ভক্ত জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যে, কেবল তা স্মরণ করার ফলে মানুষ সংসারের সমস্ত শোক এবং দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে। (অর্থাৎ তিনি এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যার ফলে ভবিষ্যতের সমস্ত ভক্তরা *ভগবদ্গীতায়* কথিত কৃষ্ণভাবনামৃতের উপদেশ গ্রহণ করে সংসারের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবেন)।

তাৎপর্য

ভক্তদের রক্ষা এবং অসুরদের সংহার *(পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্)*—ভগবানের এই দুটি কার্য একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে সাধু বা ভক্তদের উদ্ধার করার জন্য আবির্ভূত হন, কিন্তু অসুরদের সংহার করে তিনি তাদের প্রতিও তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেন। কারণ ভগবান যাকে সংহার করেন, তারও মুক্তি হয়। ভগবান সংহার করুন অথবা রক্ষা করুন, তিনি অসুর এবং ভক্ত উভয়েরই প্রতি কৃপাপরায়ণ।

শ্লোক ৬২

যস্মিন্ সৎকর্ণপীযূষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ ।
শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্মবাসনাম্ ॥ ৬২ ॥

যস্মিন্—পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য কার্যকলাপের ইতিহাসে; **সৎ-কর্ণ-পীযূষে**—যিনি দিব্য এবং শুদ্ধ কর্ণের আবশ্যকতা পূর্ণ করেন; **যশঃ-তীর্থ-বরে**—ভগবানের দিব্য কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার ফলে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থে অবস্থিত; **সকৃৎ**—একবার মাত্র, তৎক্ষণাৎ; **শ্রোত্র-অঞ্জলিঃ**—চিন্ময় বাণী শ্রবণরূপ; **উপস্পৃশ্য**—স্পর্শ করে (ঠিক গঙ্গার জলের মতো); **ধুনুতে**—বিনষ্ট হয়; **কর্ম-বাসনাম্**—সকাম কর্মের প্রবল বাসনা।

অনুবাদ

শুদ্ধ এবং দিব্য কর্ণের দ্বারা ভগবানের মহিমা গ্রহণ করার ফলেই ভক্তরা তৎক্ষণাৎ সকাম কর্মের প্রবল বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে যান।

তাৎপর্য

ভক্তরা যখন *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত ভগবানের কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেন, তখন তাঁরা অচিরেই দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হন, যার ফলে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি তাদের আর কোন আগ্রহ থাকে না। এইভাবে তাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত, এবং তার ফলে তারা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু ভক্তরা কেবল *ভগবদ্গীতার* বাণী শ্রবণ করে এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা আস্বাদন করে এতই পবিত্র হন যে, তাঁদের আর জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না। বর্তমানে পাশ্চাত্যদেশের ভক্তরা কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন হয়েছেন, তাই অনেকে এই আন্দোলনের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বিরোধিতা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা কৃত্রিম বিধি নিষেধের দ্বারা ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভক্তদের কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারবে না অথবা এই আন্দোলনকে বাধা দিতে পারবে না। এখানে *শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য* পদটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ কেবল শ্রবণ করার দ্বারাই ভক্তরা এতই পবিত্র হন যে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ জড়-জাগতিক সকাম কর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হন। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আত্মার কোন প্রয়োজন নেই, এবং তাই ভক্তরা সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ভক্তরা মুক্ত স্তরে অবস্থিত (*ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*), এবং তাই তাঁদের বৈষয়িক গৃহে ও জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

শ্লোক ৬৩-৬৪

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ ।
শ্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বৎ কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ ॥ ৬৩ ॥
স্নিগ্ধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাক্যৈর্বিক্রমলীলয়া ।
নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্যা সর্বাঙ্গরম্যয়া ॥ ৬৪ ॥

ভোজ—ভোজবংশ; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণিবংশ; **অন্ধক**—অন্ধক; **মধু**—মধু; **শূরসেন**—শূরসেন; **দশার্হকৈঃ**—এবং দশার্হকদের দ্বারা; **শ্লাঘনীয়**—প্রশংসনীয়; **ঈহিতঃ**—প্রয়াস করে; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **কুরু-সৃঞ্জয়-পাণ্ডুভিঃ**—পাণ্ডব, কৌরব এবং সৃঞ্জয়দের সহায়তায়;

স্নিগ্ধ—স্নেহপরায়ণ; **স্মৃত**—হেসে; **ঈক্ষিত**—মনে করে; **উদারৈঃ**—উদার; **বাক্যৈঃ**—বাক্যের দ্বারা; **বিক্রম-লীলয়া**—বীরত্বপূর্ণ লীলার দ্বারা; **নৃ-লোকম্**—মানব-সমাজ; **রময়াম্ আস**—আনন্দবিধান করেছিলেন; **মূর্ত্যা**—তাঁর স্বরূপের দ্বারা; **সর্ব-অঙ্গ-রম্যয়া**—যে রূপ সমস্ত অঙ্গের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির আনন্দবিধান করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডু-বংশের সহায়তায় বিবিধ কার্যকলাপ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর মধুর হাস্য, স্নেহপূর্ণ আচরণ, উপদেশ এবং গোবর্ধন-ধারণ আদি অলৌকিক লীলা এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর মূর্তির দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজকে আনন্দ প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্যা সর্বাঙ্গরম্যয়া পদটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি রূপ। ভগবানকে তাই এখানে *মূর্ত্যা* শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। *মূর্তি* শব্দটির অর্থ 'রূপ'। শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান কখনই নির্বিশেষ নন। নির্বিশেষ রূপ তাঁর চিন্ময় শরীরের জ্যোতি (*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*)। ভগবান নরাকৃতি—তাঁর রূপ ঠিক একটি মানুষের মতো, কিন্তু তাঁর রূপ আমাদের রূপ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তাই *সর্বাঙ্গরম্যয়া* শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ সকলের নয়নের আনন্দবিধান করে। কেবল তাঁর মুখের হাসিই নয়, তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ—হাত, পা, বক্ষ ভক্তদের আনন্দবিধান করে। তাঁরা পলকের জন্যও ভগবানের সুন্দর রূপ দর্শন না করে থাকতে পারেন না।

শ্লোক ৬৫

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্ ।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ৬৫ ॥

যস্য—যাঁর; **আননম্**—মুখমণ্ডল; **মকর-কুণ্ডল-চারু-কর্ণ**—মকরাকৃতি কুণ্ডলের দ্বারা শোভিত কর্ণের দ্বারা; **ভ্রাজৎ**—দীপ্যমান; **কপোল**—কপোল; **সুভগম্**—সমস্ত ঐশ্বর্য ঘোষণা করে; **স-বিলাস-হাসম্**—আনন্দোজ্জ্বল হাসির দ্বারা; **নিত্য-উৎসবম্**—তাঁকে

দর্শন করা মাত্রই উৎসবের আনন্দ অনুভব হয়; **ন তৃপ্তুঃ**—তাঁরা তৃপ্ত হতে পারেন না; **দৃশিভিঃ**—ভগবানের রূপ দর্শনের দ্বারা; **পিবন্ত্যঃ**—যেন তাঁরা তাঁদের চোখ দিয়ে পান করে; **নার্যঃ**—বৃন্দাবনের সমস্ত রমণীরা; **নরাঃ**—সমস্ত পুরুষ ভক্তরা; **চ**—ও; **মুদিতাঃ**—পূর্ণরূপে তৃপ্ত; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ; **নিমেঃ**—চোখের পলকের দ্বারা যখন তাঁরা বিচলিত হন; **চ**—ও।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল মকরাকৃতি কর্ণকুণ্ডল আদি অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত। তাঁর কর্ণযুগল অত্যন্ত সুন্দর, তাঁর গণ্ডযুগল দীপ্যমান এবং তাঁর হাসি সকলের মনোমুগ্ধকর। তাঁর দর্শনে উৎসবের আনন্দ অনুভূত হয়। তাঁর মুখমণ্ডল এবং শ্রীঅঙ্গ দর্শনে সকলেই পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন, কিন্তু ভক্তরা চোখের পলক পড়ায় নিমেষের জন্য তাঁর দর্শন আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে, অসহিষ্ণু হয়ে স্রষ্টার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৩) ভগবান বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করেন, আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, পাণ্ডব এবং অন্যান্য বহু রাজন্যবর্গ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত; শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজবাসীদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শ্লোকে সেই সম্পর্কের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *নিত্যোৎসবং ন তৃপ্যুদৃশিভিঃ পিবন্ত্যঃ*। বিশেষ করে বৃন্দাবনের গোপবালক, গাভী, গোবৎস, গোপীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ দর্শন করা সত্ত্বেও পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণদর্শনকে এখানে নিত্য উৎসব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রজবাসীরা প্রায় সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণে যেতেন, তখন ব্রজগোপিকারা অত্যন্ত দুঃখিত হতেন। তাঁরা ভাবতেন, শ্রীকৃষ্ণের যে কোমল চরণকমল তাঁরা তাঁদের স্তনে স্থাপন করতে ভয়

পান—কারণ তাঁরা মনে করেন তাঁদের স্তন সেই কোমল চরণকমল স্থাপনের জন্য যথেষ্ট কোমল নয়, সেই চরণকমল কিন্তু বনপথের কাঁকর এবং তীক্ষ্ণ কাঁটায় বিদ্ধ হচ্ছে। সেই কথা মনে করে গোপীরা এতই ব্যথিত হতেন যে, তাঁরা তাঁদের গৃহে ক্রন্দন করতেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী এই গোপিকারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন, কিন্তু চোখের পলকের দ্বারা সেই দর্শন যখন ব্যাহত হত, তখন তাঁরা ব্রহ্মার সৃষ্টির নিন্দা করতেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, বিশেষ করে তাঁর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। নবম স্কন্ধের শেষে চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের আভাস পাই। এখন আমরা দশম স্কন্ধের দিকে এগোচ্ছি, যেটি শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল বলে মনে করা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ* শ্রীকৃষ্ণের শরীর, এবং দশম স্কন্ধ হচ্ছে তাঁর মুখমণ্ডল। এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল কত সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণের হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তাঁর গণ্ডযুগল, তাঁর অধরোষ্ঠ, তাঁর কর্ণাভরণ, তাঁর তাম্বুল চর্বণ—এই সবই গোপিকারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করে এমনই দিব্য আনন্দ অনুভব করতেন যে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল দর্শন করে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারতেন না, পক্ষান্তরে তাঁদের দর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী পলকযুক্ত দেহ সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মাকে তিরস্কার করতেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য শ্রীকৃষ্ণের গোপসখা, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল সাজাতে অত্যন্ত আগ্রহী মা যশোদা থেকেও গোপীরা অনেক গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন।

শ্লোক ৬৬

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো
হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ ।
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে
আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ঞ্জনেষু ॥ ৬৬ ॥

জাতঃ—বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার পর; **গতঃ**—চলে গিয়েছিলেন; **পিতৃ-গৃহাৎ**—তাঁর পিতার গৃহ থেকে; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনে; **এধিত-অর্থঃ**—(বৃন্দাবনের) মহিমা বর্ধন করার জন্য; **হত্বা**—হত্যা করে; **রিপূন্**—বহু অসুরদের; **সুত-শতানি**—শত শত পুত্র; **কৃত-উরু-দারঃ**—বহু সহস্র শ্রেষ্ঠ রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে; **উৎপাদ্য**—উৎপাদন করেছিলেন; **তেষু**—তাঁদের গর্ভে; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ, যাঁর রূপ ঠিক একটি মানুষের মতো; **ক্রতুভিঃ**—বহু যজ্ঞের দ্বারা; **সমীজে**—আরাধনা করেছিলেন;

আত্মানম্—স্বয়ং (যেহেতু তিনি হচ্ছেন সেই পুরুষ, যিনি সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা পূজিত হন); **আত্ম-নিগমম্**—বৈদিক অনুষ্ঠান অনুসারে; **প্রথয়ন্**—বৈদিক মার্গ বিস্তার করে; **জনেষু**—জনসমাজে।

অনুবাদ

লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বিস্তার করার জন্য তিনি তাঁর জন্মের পরেই তাঁর পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে ভগবান বহু অসুরদের সংহার করেছিলেন, এবং তারপর দ্বারকায় ফিরে গিয়ে বৈদিক প্রথা অনুসার বহু স্ত্রীরত্ন বিবাহ করে তাঁদের গর্ভে শত শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের পূজার জন্য বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বেদে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র জ্ঞাতব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আচরণের দ্বারা আদর্শ স্থাপন করে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং বহু পত্নী বিবাহপূর্বক তাঁদের গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করে গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারে কিভাবে বৈদিক নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে সুখী হওয়া যায়। বৈদিক যজ্ঞের কেন্দ্র হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। মনুষ্য-জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য মানব-সমাজের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গৃহস্থ-জীবনে স্বয়ং আচরণ করে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা অনুসরণ করা। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ভগবানের সঙ্গে কিভাবে প্রেমের সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া যায়, সেই শিক্ষা দেওয়া। এই প্রেমের বিনিময় কেবল বৃন্দাবনেই সম্ভব। তাই বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হওয়ার ঠিক পরেই ভগবান বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে ভগবান তাঁর পিতামাতা, গোপবালক এবং গোপবালিকাদের সঙ্গে কেবল প্রেমের আদান-প্রদানেই অংশগ্রহণ করেননি, তিনি বহু অসুরদেরও সংহার করে তাদের মুক্তিদান করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*। ভগবান তাঁর ভক্তদের রক্ষা এবং অসুরদের সংহার করার জন্য অবতরণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা তা পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন ভগবানকে *পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্*—শাশ্বত, দিব্য পরম

পুরুষরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এখানেও আমরা *উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ* শব্দগুলি দেখতে পাই। তাই বুঝতে হবে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পুরুষ। নির্বিশেষ রূপটি সেই পুরুষের অঙ্গজ্যোতি। চরমে তিনি হচ্ছেন পুরুষ; তিনি নির্বিশেষ নন। তিনি কেবল পুরুষই নন, তিনি হচ্ছেন লীলাপুরুষোত্তম।

শ্লোক ৬৭

পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণা-
মন্তঃসমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ ।
দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্ঘিষোষ্য
প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম ॥ ৬৭ ॥

পৃথ্ব্যাঃ—পৃথিবীতে; **সঃ**—তিনি (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **গুরু-ভরম্**—মহাভার; **ক্ষপয়ন্**—সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করে; **কুরূণাম্**—কৌরবদের; **অন্তঃ-সমুত্থ-কলিনা**—ভ্রাতাদের মধ্যে মনোমালিন্যের দ্বারা শত্রুতার সৃষ্টি করে; **যুধি**—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে; **ভূপচম্বঃ**—সমস্ত আসুরিক রাজারা; **দৃষ্ট্যা**—তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিধূয়**—তাদের সমস্ত পাপ বিধৌত করে; **বিজয়ে**—বিজয়ে; **জয়ম্**—জয়; **উদ্ঘিষোষ্য**—(অর্জুনের জয়) ঘোষণা করে; **প্রোচ্য**—উপদেশ দিয়ে; **উদ্ধবায়**—উদ্ধবকে; **চ**—ও; **পরম্**—দিব্য; **সমগাৎ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **স্ব-ধাম**—তাঁর ধামে।

অনুবাদ

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করার জন্য কুরুবংশীয়দের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করেছিলেন। কেবলমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা তিনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সমস্ত আসুরিক রাজাদের বিনাশ সাধন করেছিলেন এবং অর্জুনের বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। অবশেষে তিনি উদ্ধবকে পরতত্ত্ব এবং ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে তাঁর স্বরূপে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন, কারণ ভগবানের মহান ভক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের কৃপায় অর্জুনের জয় হয়েছিল এবং অন্যরা কেবল ভগবানের দৃষ্টিপাতের

প্রভাবে নিহত হয়েছিলেন, যার ফলে তাঁরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিলেন। অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পরতত্ত্ব এবং ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। *ভগবদ্গীতা* রূপে ভগবানের উপদেশ জ্ঞান এবং বৈরাগ্যে পূর্ণ। মনুষ্য-জীবনে এই দুটি বিষয়ে শিক্ষালাভ করা অবশ্য কর্তব্য—কিভাবে জড় জগতের প্রতি অনাসক্ত হতে হয় এবং কিভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হয়। এটিই ভগবানের উদ্দেশ্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)। ভগবান তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে তাঁর স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভুবনেশ্বরে শ্রীল প্রভুপাদ নবম স্কন্ধের ইংরেজি অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন।

নবম স্কন্ধ সমাপ্ত